যুগান্তর

তারিখ ... 14 JAN 2007 ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ... ২ ...

কুষ্টিয়ায় মাধ্যমিক স্তরে সিলেবাসে নিম্নমানের বই অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে

প্রতারিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

কুষ্টিয়ার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা ঘুষ নিয়ে অত্যন্ত নিম্নমানের বই সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এসব নিম্নমানের বই সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করতে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দরকষাকষি চলছে। দরকষাকষি করে যে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান বেশি টাকা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, একমাত্র তাদের প্রকাশিত সহায়ক পাঠ্যবই সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এক প্রকার নিলাম ডাকার মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা এ দরকষাকষি অব্যাহত রেখেছেন। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এ বছর থেকে মাধ্যমিক স্তরে বাংলা দ্রুত পঠন, বাংলা ব্যাকরণ, ইংরেজি গ্রামার ও ইংরেজি র‍্যাপিড বই প্রকাশ করছে। এ সংক্রান্ত এক বিজ্ঞপ্তিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত কোন সহায়ক পাঠ্যবই বাইরে থেকে পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। স্কুলের পাঠ্য তালিকায় নিম্নমানের বই অন্তর্ভুক্ত করে দু'পক্ষই জমজমাট ব্যবসা চালাচ্ছে। একদিকে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উভয়েই এতে লাভবান হচ্ছে। অথচ এতে করে শিক্ষার্থীরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাদের অনুপযুক্ত অত্যন্ত নিম্নমানের বই শিক্ষার্থীদের পড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কমিশন খাওয়ায় ভালো বই সিলেবাস থেকে বাদ পড়ছে। বোর্ডবহির্ভূত বই সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করার এখতিয়ার আগে স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত ছিল। কিন্তু এ এখতিয়ার আর স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে নেই। শুধু জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অনুমোদিত কয়েকটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত সংখ্যক বই ছাপানোর অনুমতি দিয়েছে। এছাড়া কোন অবস্থাতেই তারা ইচ্ছে মতো বই ছাপিয়ে স্কুলের পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে না। কিন্তু বিগত বছরের মতো চলতি বছরও কুষ্টিয়ার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থের বিনিময়ে নিম্নমানের বই অন্তর্ভুক্ত করতে উঠেপড়ে লেগেছে।